রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ১, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

নং **২২.০৩.০০০০.০০০.১০৬.৩৯.০০০৫.২২.৬২১** তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৬ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানি নীতিমালা-২০২৫

১৯৫৯ সনের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ধারা-৫ এর ক্ষমতাবলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পবম/বন শাড়-২/বশিউক/ রাবার(অভিযোগ)-২১/০৯/১৯০, তারিখ: ১৮-০৭-২০১২ অনুযায়ী বোর্ড কর্পোরেশনের উৎপাদিত বিভিন্ন গ্রেডের প্রাকৃতিক রাবার ও ল্যাটেক্স দেশীয় বাজারে বিক্রয় এবং বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই নীতিমালা বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানি নীতিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়,—

(ক) "**আন্তর্জাতিক বাজার দর**" অর্থ IRRDB/ANRPC এর অন্তর্ভুক্ত কমপক্ষে ০২টি দেশের দরের গড় মূল্য;

(খ) "**কর্তৃপক্ষ**" অর্থ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কিংবা কর্পোরেশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা;

(গ) "**কর্পোরেশন**" অর্থ Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959 (E.P. Ordinance LXVII of 1959) এর section 3 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(ঘ) "**ক্রেতা**" অর্থ দেশীয় বা আন্তর্জাতিক টেন্ডার বা নিলামে অংশগ্রহণকারী এবং কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দরে রাবার ক্রয়ে আগ্রহী ব্যক্তি এবং সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন রাবার ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বা রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(ঙ) "**চেয়ারম্যান**" অর্থ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান;

(চ) "**ডি.আর.সি.**" এর পূর্ণরূপ Dry Rubber Content. রাবার গাছের ল্যাটেক্স থেকে প্রাপ্ত শুকনো রাবারের শতকরা হারই "**ডি.আর.সি.**";

(ছ) "**তফসিল**" অর্থ এই নীতিমালার কোনো তফসিল;

(জ) "**দেশীয় বাজার দর**" অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত দরের গড় বিক্রয়মূল্য;

(ঝ) "**প্রাকৃতিক রাবার**" বা "**রাবার**" অর্থ ল্যাটেক্স, আরএসএস, কাটিং রাবার, ট্রিলেস-কাপলাম্প, ফ্যাক্টরি লাম্প, মাড লাম্প ইত্যাদি;

(ঞ) "**বিক্রয় কর্মকর্তা**" অর্থ কর্পোরেশনের মিরপুর-২, ঢাকায় অবস্থিত গুদামের রাবার বিক্রয় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এই উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোনো কর্মকর্তা;

(ট) "**বোর্ড**" অর্থ কর্পোরেশনের বোর্ড-অব-ডিরেক্টরস।

(২) এই নীতিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি তা Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959 (E.P. Ordinance LXVII of 1959) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে প্রযোজ্য হবে।

৩। **কমিটি গঠন**।—এই নীতিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, তফসিল অনুসারে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ)টি কমিটি গঠিত হবে, যথা:—

(ক) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি;

(খ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি;

(গ) টেকনিক্যাল কমিটি;

(ঘ) দেশীয় বাজার দর কমিটি:

(ঙ) তদারকি কমিটি।

৪। **রাবার মজুত, বিক্রয়, ইত্যাদি**।—(১) কর্পোরেশনের বিক্রয় কেন্দ্রের গুদামসমূহে চালানওয়ারি রাবারের গ্রেড, পরিমাণ, উৎপাদনের মাস ও বছর উল্লেখ করে বাগানভিত্তিক লট আকারে সাজিয়ে রাবার মজুত করতে হবে।

(২) বিক্রয় কর্মকর্তাগণকে প্রতিবার দরপত্র আহ্বানের পূর্বে স্ব স্ব বিক্রয়কেন্দ্রে মজুতকৃত গ্রেডভিত্তিক রাবারের পরিমাণ রাবার বিভাগ, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, সদর দপ্তর, ঢাকাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(৩) রাবারের উৎপাদন সময়ের ভিত্তিতে পূর্বের উৎপাদিত রাবার পূর্বেই (First come, first out) বিক্রয় করতে হবে এবং বিষয়টি বিক্রয় কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন।

(৪) ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট রাবার সরবরাহকালে চালান ও গেইট পাশে নিরাপত্তা ইনচার্জের স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) রাবার বিক্রয়ের দরপত্র সিডিউল বা লট লিস্ট তৈরিসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ রাবার বিভাগ, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সম্পাদন করা হবে।

(৬) কোনো অবস্থাতেই অপরিচ্ছন্ন রাবার শীট বা বান্ডিল সরবরাহ করা যাবে না।

(৭) গুদাম হতে রাবার সরবরাহকালে বিক্রয় কর্মকর্তা বিক্রয় আদেশে উল্লিখিত গ্রেডের রাবার সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

(৮) বিক্রয় আদেশে উল্লিখিত গ্রেডের স্থলে অন্য কোনো গ্রেডের রাবার অথবা অপরিচ্ছন্ন রাবার সরবরাহ করা হলে বিক্রয় কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

৫। **রাবার, ট্রিলেছ, কাপলাম্প, ফ্যাক্টরি লাম্প বা মাডলাম্প এর পাক্ষিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ।—**

(১) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি "পাক্ষিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ কমিটি" হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

(২) প্রতি মাসের ১৫ তারিখে এবং উক্ত মাসের শেষ তারিখে, তৎপূর্ববর্তী ৭ (সাত) দিনের আন্তর্জাতিক বাজারের রাবারের গড়মূল্য এবং দেশীয় বাজার দর বিবেচনাক্রমে প্রতি মাসের ১ম ও ২য় পাক্ষিকের রাবারের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে; হিসাবের সুবিধার্থে প্রতি মাসের ১ম পাক্ষিকের মূল্য নির্ধারণের সময় পূর্ববর্তী মাসের শেষ তারিখের এবং ২য় পাক্ষিকের মূল্য নির্ধারণের সময় উক্ত মাসের ১৫ তারিখের মার্কিন ডলারের সর্বোচ্চ বিনিময় হার বিবেচ্য হবে এবং এরূপ মূল্য নির্ধারণের সময় রাবারের মজুত, উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয়, গুণগত মান, দেশীয় বাজারে রাবারের চাহিদা ও দর, কর্পোরেশনের মুনাফা বা স্বার্থ, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(৩) জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত উৎপাদিত রাবারের প্রতি কেজির গড় উৎপাদন খরচ উৎপাদন ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হবে ।

(৪) গ্রেড-১ রাবারের নির্ধারিত প্রতি কেজি রাবারের বিক্রয় মূল্য হতে ১০% কমে গ্রেড-২ রাবারের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(৫) গ্রেড-১ রাবারের নির্ধারিত প্রতি কেজি বিক্রয়মূল্য হতে ১৫% কমে গ্রেড-৩ রাবারের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) গ্রেড-১ রাবারের নির্ধারিত প্রতি কেজি বিক্রয় মূল্য হতে ১৭% কমে গ্রেড-৩ কাটিং রাবারের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(৭) গ্রেড-১ রাবারের নির্ধারিত প্রতি কেজি বিক্রয়মূল্যের ৪০% হিসেবে ট্রিলেজ-কাপলাম্প এর প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(৮) বিদ্যমান মজুদ, বাজার দর, গুণগত মান ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ে বিবেচনাক্রমে, মাডলাম্পের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(৯) ফ্যাক্টরি লাম্প, রাবার লাম্প যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, গ্রেড-১ রাবারের নির্ধারিত কেজি প্রতি বিক্রয়মূল্যের ৩০% হিসেবে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল ফ্যাক্টরি লাম্প বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত রাবার লাম্প এর গুণগত মান তুলনামূলকভাবে অধিক খারাপ সেগুলো বিক্রয়ের জন্য, প্রয়োজনে, উপরি-উক্ত নির্ধারিত হার থেকে ১—৫% কমে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।

(১০) গ্রেড-১ রাবারের বিক্রয়মূল্যের বা পাক্ষিক নির্ধারিত মূল্যের উপর বাস্তব ডি.আর.সি এর ভিত্তিতে ল্যাটেক্সের মূল্য নির্ধারিত হবে।

(১১) ট্রিলেজ কাপলাম্প কোনোক্রমেই কাঁচা অবস্থায় স্তূপ করে রাখা যাবে না; যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে ধূমায়ন করতে হবে, যুক্তিসঙ্গত কারণে ধূমায়ন করতে না পারলে ধূমায়িত ট্রিলেজ কাপলাম্প এর নির্ধারিত দর থেকে ১০% কম দরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিক্রয় করা যাবে।

(১২) প্রতিমাসের ১৫ তারিখে কমিটি কর্তৃক নিরূপিত ও অনুমোদিত বিভিন্ন গ্রেডের রাবার পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য উক্ত মাসের ১৬ হতে শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং উক্ত মাসের শেষ তারিখে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত বিভিন্ন গ্রেডের রাবারের পাক্ষিক বিক্রয় দর পরবর্তী মাসের ১ হতে ১৫ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(১৩) কোনো মাসের ১৫ তারিখ বা শেষ তারিখে সাপ্তাহিক বা সরকারি বন্ধ থাকলে অব্যবহিত পূর্বের বা পরের কার্যদিবসে যথানিয়মে পরবর্তী পাক্ষিকের রাবারের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৬। **অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় বাজারে রাবার বিক্রয়।**—(১) রাবারের উৎপাদন, মজুত, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজার দর, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে, কর্পোরেশনের উৎপাদিত ল্যাটেক্স ও বিভিন্ন গ্রেডের প্রাকৃতিক রাবার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হবে, যথা:—

(ক) দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে;

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নিলামের মাধ্যমে;

(গ) পাক্ষিক নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে।

(২) রাবারের মজুত, চাহিদা, গুণগত মান, বিগত দরপত্রে প্রাপ্ত দর এবং আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজার দর, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে কখন এবং কোন্ পদ্ধতিতে রাবার বিক্রয় করা হবে, তা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে।

(৩) দরপত্রের মাধ্যমে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ নির্ধারিত তারিখে উন্মুক্তকরণ এবং যাচাই-বাছাই ও তুলনামূলক বিবরণী তৈরির জন্য একটি দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নামে অপর একটি কমিটি থাকবে।

(৪) হ্রাসকৃত মূল্যে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুপারিশের নিমিত্ত তফসিল অনুসারে দেশীয় বাজার দর কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং টেকনিক্যাল কমিটি নামে ৩ (তিন) টি কমিটি থাকবে।

(৫) রাবার বিক্রয়ের জন্য প্রতি মাসে ২ (দুই) বার দরপত্র আহ্বান করা যাবে এবং এর বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিশেষ কারণে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, সাময়িকভাবে রাবার বিক্রয়ের দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম স্থগিত রাখা যাবে বা মাসে ২ (দুই) বারের পরিবর্তে এক বা একাধিক বার দরপত্র আহবান করা যাবে।

(৬) ক্রেতাদের সুবিধার্থে এবং প্রতিযোগিতামূলক দর প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত পরিমাণ রাবারের জন্য দরপত্র আহ্বান বা লট তৈরি করতে হবে, যথা:—

(ক) টেন্ডার আহ্বানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রেতাকে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত পরিমাণ রাবার ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল করতে হবে—

ক্রমিক নং	রাবারের গ্রেড	পরিমাণ
(১)	গ্রেড-১	১০ (দশ) টন
(২)	গ্রেড-২ ও গ্রেড-৩, গ্রেড-১ (কাটিং), গ্রেড-৩ (কাটিং) এবং ট্রিলেজ- কাপলাম্প	৫ (পাঁচ) টন
(৩)	মাডলাম্প	১০ (দশ) টন

(খ) নিলাম পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় কেন্দ্রে মজুতের ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত পরিমাণ রাবারের বাগান ও গ্রেডওয়ারি লট তৈরি করতে হবে—

ক্রমিক নং	রাবারের গ্রেড	পরিমাণ
(১)	গ্রেড-১	১০ (দশ) টন
(২)	গ্রেড-২ ও গ্রেড-৩, গ্রেড-১ (কাটিং), গ্রেড-৩ (কাটিং) এবং ট্রিলেজ- কাপলাম্প	৫ (পাঁচ) টন

(৭) দফা (৬) এর অধীন প্রণীত লটসমূহের গ্রেডভিত্তিক ক্রমিক নম্বর, লট নম্বর, পরিমাণ (কেজি), বাগানের নাম ও উৎপাদনের মাস ও বছর উল্লেখ থাকতে হবে।

(৮) রাবার ক্রেতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে দরপত্রের সিডিউলে বা লটলিস্টে উল্লিখিত রাবার বা রাবারের লটসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন।

(৯) প্রতি সেট দরপত্র সিডিউল বা লটলিস্টের মূল্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(১০) দরপত্রসমূহ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, সদর দপ্তর, ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা; মহাব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম রাবার বিভাগ, চট্টগ্রাম; মহাব্যবস্থাপক, রাবার বিভাগ, টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন, মধুপুর; মহাব্যবস্থাপক, রাবার বিভাগ, সিলেট জোন, শ্রীমঙ্গল এবং বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামের দপ্তরে গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিলামের মাধ্যমে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিরপুর-২ বিক্রয়কেন্দ্রে অথবা বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, সদর দপ্তর, ঢাকায় নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

(১১) দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে, যদি থাকেন, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

(১২) উন্মুক্তকরণ কমিটি প্রাপ্ত দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক দরপত্রসমূহ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি তুলনামূলক বিবরণীসহ দরপত্র মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

(১৩) দফা (১২) এর অধীন দরপত্রসমূহ প্রাপ্তির পর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসারে দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করবে এবং পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সুস্পষ্ট মতামত বা সুপারিশ সংবলিত একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবে।

(১৪) নিলামের মাধ্যমে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লটভিত্তিক রাবারের গুণগত মানের তারতম্যের কারণে লট টু লট, বাগান টু বাগান ও জোন টু জোন রাবারের দরে তারতম্যের বিষয়টি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিবেচনা করতে পারবে।

(১৫) কোনো লটের রাবার বিক্রয়ের বিষয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা দেখা দিলে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অথবা উক্ত কমিটি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা দ্বারা লটসমূহ তদন্তপূর্বক বাস্তবতার আলোকে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারবেন।

(১৬) যদি কোনো দরদাতা দরপত্রে অংশগ্রহণ করে সর্বোচ্চ দর প্রদানে (Offer of Price) অকৃতকার্য হয়ে সংশ্লিষ্ট টেন্ডারে বা নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ও অনুমোদিত দরে অথবা অব্যবহিত পূর্বের টেন্ডার বা নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ও অনুমোদিত দরে (যদি উক্ত দর, বর্তমান টেন্ডার বা নিলামের দরের চেয়ে বেশি হয়) রাবার ক্রয়ে ইচ্ছুক হন, তাহলে পরবর্তী টেন্ডার খোলার বা নিলাম অনুষ্ঠানের পূর্বদিন পর্যন্ত মজুত থাকা সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে যেকোনো জোনের মজুত থেকে প্রার্থিত রাবার বরাদ্দ বা সরবরাহের বিষয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করতে পারবে।

(১৭) দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ক্রেতাকে দরপত্রের সাথে দরপত্রে উদ্ধৃত রাবারের মোট মূল্যের ২.৫% হারে জামানত হিসেবে পে-অর্ডার বা ডিডি জমা দিতে হবে যা দরপত্র সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অকৃতকার্য দরদাতাদের ফেরত প্রদান করা হবে এবং কৃতকার্য দরদাতার বরাদ্দকৃত রাবার উত্তোলনের বা সরবরাহ নেয়ার পর ফেরত দেয়া হবে।

(১৮) একই লটের জন্য একাধিক দরদাতা একই দর উদ্ধৃত করলে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি লটারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লটের রাবার বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(১৯) নিলামের মাধ্যমে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হবে।

(২০) কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো দরপত্র বা নিলাম আংশিক বা সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বাতিল করতে পারবে।

(২১) রাবার ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পাক্ষিক ভিত্তিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

(২২) এই নীতিমালা অনুসারে প্রত্যেক পক্ষে নির্ধারিত রাবারের দর কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭। **বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশ জারি**।—(১) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর অথবা বোর্ডের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর কৃতকার্য দরদাতা বরাবর বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশ জারি করা হবে।

(২) বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশ জারির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ক্রেতাকে বরাদ্দকৃত রাবারের মূল্য পে-অর্ডার বা ডিডি হিসেবে অথবা জনতা ব্যাংক লিমিটেড, আরামবাগ শাখায় নির্ধারিত হিসাব নম্বরে Real Time Gross Settlement (RTGS) পদ্ধতিতে যেকোনো তফসিলি ব্যাংক হতে সরাসরি জমা দিতে হবে এবং উক্তরূপ অর্থ বর্ণিত সময়ের মধ্যে জমা প্রদান না করলে বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশ বাতিলসহ দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বরাদ্দগ্রহীতা, ক্রেতা বা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ আদেশ বা বিক্রয় আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দকৃত বা বিক্রয়কৃত রাবারের সম্পূর্ণ মূল্য জমা প্রদান না করলে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক সময় বৃদ্ধি করতে পারবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত সময়সীমা ১৫ (পনেরো) দিন অথবা পরবর্তী দরপত্র খোলা বা নিলাম অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ, যাহা আগে হয়, অতিক্রম করতে পারবে না এবং এক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের মধ্যেও রাবারের সমুদয় মূল্য জমা প্রদান না করতে পারলে বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশ বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৩) বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশে উল্লিখিত সরবরাহ গ্রহণের সময়সীমার মধ্যে অথবা বর্ধিত বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো ক্রেতা বরাদ্দকৃত বা বিক্রয়কৃত রাবারের সম্পূর্ণমূল্য ক্ষেত্রমত, ভ্যাট ও আইটিসহ জমা দেয়া সত্ত্বেও কোনো কারণে বরাদ্দকৃত বা বিক্রয়কৃত রাবারের সরবরাহ গ্রহণ করতে না পারলে, কারণ উল্লেখপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করা যাবে।

(৪) দফা (৩) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হলে কর্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচনা করলে আবেদনকারীকে ৩ (তিন) দিন পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় সময় বৃদ্ধি করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে ক্রেতা বর্ধিত সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত রাবার সরবরাহ গ্রহণ করতে না পারলে প্রতি টন রাবারের জন্য তাকে প্রতিদিনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা গুদাম ভাড়া বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট নগদ অথবা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দৈব-দুর্বিপাক অথবা অনুরূপ কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে সরবরাহ গ্রহণে বিলম্ব হলে কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিন বিনা ভাড়ায় সময় মঞ্জুর করতে পারবেন এবং এর অতিরিক্ত সময়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে নির্ধারিত হারে গুদাম ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

(৫) ক্রেতার অনুকূলে বরাদ্দ বা বিক্রয় আদেশ জারির পর রাবার সম্পর্কে কারো কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এ কারণে ক্রেতা সরবরাহ গ্রহণের সময়সীমার মধ্যে রাবার সরবরাহ গ্রহণ না করলে তার জামানত এবং রাবারের মূল্য বাবদ ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থ উভয়ই কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৬) সর্বোচ্চ দরদাতার উদ্ধৃত দর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত না হলে বরাদ্দপত্র পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা কোনো প্রকার দাবি বা আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না এবং এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৭) কোনো ক্রেতা বরাদ্দকৃত বা বিক্রয়কৃত রাবার চট্টগ্রাম, মধুপুর বা সিলেট জোন থেকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে বরাদ্দ আদেশ বা বিক্রয় আদেশ জারির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দকৃত রাবারের মূল্য পে-অর্ডার বা ডিডি হিসেবে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব নম্বরে RTGS পদ্ধতিতে যেকোনো তফসিলি ব্যাংক হতে সরাসরি জমা প্রদান করলে বিক্রয়কৃত বা বরাদ্দকৃত রাবার সরবরাহ করা যাবে।

৮। **রাবারের মূল্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বিধান**।—(১) কোনো বিশেষ কারণে কর্পোরেশনের রাবারের মজুত অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে এবং দীর্ঘদিন মজুত থাকার কারণে মজুতকৃত রাবারের গুণগতমান হ্রাস পেলে, কারিগরি কমিটি গুণগতমান হ্রাসপ্রাপ্ত রাবারের পরিমাণ নিরূপণ করবে এবং রাবারের উৎপাদন খরচ, অব্যবহিত পূর্বের বিক্রয় দর, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দরের প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবে।

(২) কারিগরি কমিটির সুপারিশ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হলে উক্ত মূল্যে রাবার বিক্রয় করা যাবে।

৯। **প্রণোদনা প্রদান।**—(১) কর্পোরেশনের উৎপাদিত রাবার বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাবারের মজুত, দেশীয় বাজারে রাবারের চাহিদা ও দর ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ন্যূনতম ১০০ (একশত) মেট্রিক টন রাবার ক্রয়ে ইচ্ছুক ক্রেতাকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা যাবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ পদ্ধতিতে রাবার বিক্রয়ের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং এরূপ আর্থিক প্রণোদনার হার উক্ত সময়ে নির্ধারিত পাক্ষিক দরের ১০% এর অধিক হবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, ১০০ (একশত) মেট্রিক টন রাবার ক্রয়কারীকে যে হারে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হবে, ২০০ (দুইশত) মেট্রিক টন রাবার ক্রয়কারীকে তার চেয়ে অধিক হারে (সর্বোচ্চ ১২%) আর্থিক প্রণোদনা দেয়া যাবে এবং ২০০ (দুইশত) মেট্রিক টনের অধিক রাবার ক্রয়কারীকে অধিক হারে (সর্বোচ্চ ১৫%) আর্থিক প্রণোদনা দেয়া যাবে।

(২) হ্রাসকৃত মূল্যে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশীয় বাজার দর কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনায় নিতে হবে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ থাকতে হবে।

১০। **রাজস্ব আদায়।**—ক্রেতার নিকট যে পদ্ধতির অনুকূলে রাবার বিক্রয় করা হবে, সরকার কর্তৃক সে পদ্ধতির বিপরীতে ধার্যকৃত রাজস্ব/বিবিধ ট্যাক্স আদায় করতে হবে।

১১। **রাবার রপ্তানি।**—(১) রাবার রপ্তানির ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়কর ইত্যাদি দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং রপ্তানিকৃত রাবারের মূল্য ইউএস ডলার, ইউরোসহ গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।

(২) বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজার দর ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে, দেশীয় বাজার দর ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বা নির্ধারিত পাক্ষিক মূল্যে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, সরকার কর্তৃক প্রণীত রপ্তানি নীতিমালা প্রতিপালনপূর্বক উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার সরাসরি বা এজেন্টের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।

(৩) দেশীয়ভাবে আহ্বানকৃত দরপত্রে প্রাপ্ত বা অনুমোদিত দর রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(৪) আন্তর্জাতিক বাজার দর, দেশীয় বাজার দর, মজুত, উৎপাদন ব্যয়, রপ্তানির জন্য প্রাপ্ত চাহিদার পরিমাণ, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাক্রমে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বোর্ড রাবারের রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ বা অনুমোদন করবেন।

(৫) বিদেশে রপ্তানির জন্য বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট প্রণয়ন বিভিন্ন সরকারি বা ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে প্রয়োজনীয় সনদ বা ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং রপ্তানির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট এ কর্পোরেশনের পক্ষে মহাব্যবস্থাপক (রাবার) স্বাক্ষর করবেন।

১২। **রপ্তানি তদারকি কমিটি।**—কর্পোরেশনের সুনামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে রপ্তানিতব্য রাবারের মান, সঠিক ওজন, ডেলিভারি বা লোডিং, ইত্যাদি সার্বিক বিষয় মনিটরিং করার জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদারকি কমিটি থাকবে।

১৩। **রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান।**—কর্পোরেশনের উৎপাদিত রাবার বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাবারের মজুত, দেশীয় বাজারে রাবারের চাহিদা ও দর, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ন্যূনতম ১০০ (একশত) মেট্রিক টন রাবার ক্রয়ে ইচ্ছুক আন্তর্জাতিক ক্রেতাকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা যাবে। এরূপ পদ্ধতিতে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশীয় বাজার দর কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনায় নিতে হবে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ থাকতে হবে, যা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ আর্থিক প্রণোদনার হার উক্ত সময়ে নির্ধারিত পাক্ষিক দরের ১০% এর অধিক হবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, ১০০ (একশত) মেট্রিক টন রাবার ক্রয়কারীকে যে হারে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হবে, ২০০ (দুইশত) মেট্রিক টন রাবার ক্রয়কারীকে তার চেয়ে অধিক হারে (সর্বোচ্চ ১২%) আর্থিক প্রণোদনা দেয়া যাবে এবং ২০০ (দুইশত) মেট্রিক টনের ঊর্ধ্বে রাবার ক্রয়কারীকে অধিক হারে (সর্বোচ্চ ১৫%) আর্থিক প্রণোদনা দেয়া যাবে।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানী নীতিমালা, ২০২৩-সহ এ সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ ও অনুশাসন এতদ্দ্বারা রহিত করা হলো।

(২) উপ-দফা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও রহিত নীতিমালার অধীন—

(ক) কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকলে উহা অব্যাহত থাকবে এবং এই নীতিমালার বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করতে হবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

নাহিদা বারিক
সচিব।

তফসিল
[অনুচ্ছেদ ২(১)(ছ) ও ৩ দ্রষ্টব্য]

১। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি:

ক.	ব্যবস্থাপক (হিসাব), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	আহ্বায়ক
খ.	উপব্যবস্থাপক (রাবার), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
গ.	সহকারী ব্যবস্থাপক (রাবার), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

i. নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র প্রাপ্তির পর উন্মুক্ত করে উন্মুক্তকরণ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন।

২। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি:

ক.	মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	আহ্বায়ক
খ.	উপ-মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
গ.	ব্যবস্থাপক (হিসাব), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
ঘ.	ব্যবস্থাপক (পার্সোনেল), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
ঙ.	উপব্যবস্থাপক (রাবার), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

i. দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০২ কর্মদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ; এবং

ii. রাবার বিক্রয় ও রপ্তানি নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি পাক্ষিকে পাক্ষিক দর নির্ধারণ।

৩. কারিগরি কমিটি:

ক.	পরিচালক (অর্থ), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	আহ্বায়ক
খ.	মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিক্রয়), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
গ.	ব্যবস্থাপক (হিসাব), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
ঘ.	ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
ঙ.	উপব্যবস্থাপক (রাবার), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
চ.	বিক্রয় ইনচার্জ, মিরপুর রাবার বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

i. মজুদ বৃদ্ধির ফলে রাবারের গুণগতমান হ্রাস/ তারতম্য হলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল।

৪. দেশীয় বাজার দর কমিটি:

ক.	মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	আহ্বায়ক
খ.	ব্যবস্থাপক (পার্সোনেল), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
গ.	বিক্রয় ইনচার্জ, মিরপুর রাবার বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

i. কমিটি প্রতি মাসে বিএফআইডিসি ব্যতীত অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/ প্রতিষ্ঠানসমূহের দর সংগ্রহপূর্বক দেশীয় দর নির্ধারণ করে কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন।

৫. তদারকি কমিটি:

ক.	বিক্রয় ইনচার্জ, মিরপুর রাবার বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা	আহ্বায়ক
খ.	নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সিএমপি, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
গ.	সহকারী ব্যবস্থাপক (রাবার), বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

i. সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী রপ্তানিতব্য রাবারের গুণগতমান ও পরিমাণ নিশ্চিতকরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd